24

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 20 NOV 1994
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৪

প্রাইভেট এসএসসি পরীক্ষা প্রদানে কড়াকড়ি

ফর্ম ফিলাপে ব্যর্থ ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবকদের বিক্ষোভ ॥ ভাংচুর

জনকণ্ঠ রিপোর্ট

দেশের চারটি শিক্ষাবোর্ড থেকে প্রাইভেট এসএসসি পরীক্ষাদানে আগ্রহী বিপুলসংখ্যক ছাত্রছাত্রী ফর্ম ফিলাপ করতে পারেনি। ফর্ম ফিলাপে কিছুটা কড়াকড়ি আরোপ করায় এই জটিলতা সৃষ্টি হয়। এ নিয়ে দেশের বিভিন্ন স্থানে প্রাইভেট পরীক্ষাদানে আগ্রহী ছাত্র-ছাত্রী এবং তাদের অভিভাবক-অভিভাবিকাদের মাঝে তীব্র অসন্তোষ বিরাজ করছে। কোন কোন এলাকায় এরই বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে সমাবেশ, বিক্ষোভ মিছিল-ভাংচুরের মধ্য দিয়ে।

(শেষ পৃষ্ঠা ৫ কঃ দেখুন)

ফর্ম ফিলাপে

(প্রথম পাতার পর)

শনিবার ঝিনাইদহ শহরে পুলিশ-ছাত্র ও পরিবহন শ্রমিকদের ত্রিমুখী সংঘর্ষে ১৫ ছাত্রসহ ৪০ জন আহত হয়েছে। বিক্ষুব্ধ ছাত্ররা ২৫টি গাড়ি ও জেলা প্রশাসকের অফিস ভাংচুর করে। পুলিশ পাঁচ রাউন্ড গুলিবর্ষণ করে এবং ১৪ ছাত্রকে গ্রেফতার করে।

এদিকে ঢাকা মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড সূত্রে শনিবার জানানো হয়, গত বছর এসএসসি পরীক্ষায় যে পরিমাণ প্রাইভেট পরীক্ষার্থী ছিল, এ বছরও একই হারে ফর্ম ফিলাপ করা হয়েছে।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা যায়, এবার প্রাইভেট পরীক্ষাদানে আগ্রহী ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা কয়েক গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। এর নেপথ্য কারণ হচ্ছে একানব্বই সাল থেকে শুরু হওয়া পরীক্ষাদানের সহজতম পদ্ধতি পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছে। বর্তমান পদ্ধতিটি পাস করার জন্য, অধিক নম্বর তুলবার জন্য অত্যন্ত সহজ।

একানব্বই সাল থেকে শুধু অংক বাদে প্রতিটি বিষয়ে নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নে ৫০ এবং রচনামূলক প্রশ্নে ৫০ নম্বরে পরীক্ষা হচ্ছে। পৃথক পৃথকভাবে পাসের প্রয়োজন পড়ে না। দু'টোতে মিলিয়ে পাস নম্বর তুলতে পারলেই হয়ে যায়। প্রতিটি বিষয়ে ৫০০ প্রশ্নের ব্যাংক করা আছে, প্রশ্ন সেখান থেকেই হয়। এ পদ্ধতিতে কম পড়েই পাসের সুযোগ থাকে।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা যায়, ৮ম শ্রেণী পারে পর তিন বছর স্টাডি ড্রপ দেখাতে পারলেই প্রাইভেট পরীক্ষা দেয়ার সুযোগ পাওয়া যেত। কিন্তু চলতি বছর বোর্ডসমূহ কোন বিদ্যালয়ে নবম শ্রেণীতে কিছুদিন লেখাপড়া করেছে এবং বোর্ডে তার নাম রেজিস্ট্রি করা আছে, এমন ছাত্র-ছাত্রীকেই প্রাইভেট পরীক্ষার্থী হিসাবে ফর্ম ফিলাপের সুযোগ দিয়েছে।

এ প্রসঙ্গে ঢাকা বোর্ডের একজন উর্ধতন কর্মকর্তার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে তিনি বলেন, বোর্ড কিছুই করেনি, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করেছে মাত্র।

বিষয়টির প্রতি বেশ কয়েকজন প্রবীণ এবং অভিজ্ঞ শিক্ষকের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে তাঁরা এসএসসি প্রাইভেট পরীক্ষায় কড়াকড়ি আরোপ সমর্থন করেন। গত চার বছরের পরীক্ষার ফলাফল উল্লেখ করে তাঁরা বলেন, গত চার বছরে যে তুলনায় স্টার পাওয়া ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা বাড়িয়েছে, সে তুলনায় যথার্থ শিক্ষিত বাড়ায়নি।

প্রশ্ন ব্যাংকের তীব্র বিরোধিতা করে একজন শিক্ষক বলেন, পাঁচ শ' প্রশ্নের একটি নমুনা তৈরি করা হয়েছিল অথচ রহস্যজনক কারণে তা-ই নির্ধারিত হয়ে গেছে। এই ধরনের পরীক্ষা পদ্ধতি আগামী প্রজন্মকে পঙ্গু করে ফেলবে। জাতিকে পরিণত করবে অশিক্ষিত জাতিতে।

ঝিনাইদহে সংঘর্ষ গুলি

ঝিনাইদহ থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা জানান, শনিবার ছিল প্রাইভেট এসএসসি পরীক্ষার্থীদের নির্বাচনী পরীক্ষার দিন। সকাল ১০টায় ছাত্ররা নির্বাচনী পরীক্ষা দেয়ার জন্য শহরের সরকারী বালক বিদ্যালয়ে উপস্থিত হয়। বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ মাইকযোগে পরীক্ষা স্থগিতের ঘোষণা দিলে ছাত্ররা বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। এ সময় ছাত্ররা স্কুলের আসবাবপত্র ভাংচুর শুরু করে। বিক্ষুব্ধ ছাত্ররা পরীক্ষার পূর্ব নিয়ম বহাল রাখার দাবি করে একটি বিক্ষোভ মিছিল বের করে। মিছিলকারীরা শহরের বিভিন্ন বিদ্যালয়ে হামলা চালায়। তারা জেলা প্রশাসক কার্যালয়েও হামলা চালিয়ে ব্যাপক ক্ষতিসাধন করে। এ সময় পুলিশের সাথে ছাত্রদের সংঘর্ষ বাধে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিশ ৫ রাউন্ড ফাঁকা গুলিবর্ষণ করে। বিক্ষুব্ধ ছাত্ররা ছত্রভঙ্গ হয়ে শহরের বিভিন্ন স্থানে ২৫টি যানবাহন ভাংচুর করে। ভাংচুরের ফলে মোটর শ্রমিকরা ক্ষিপ্ত হয়ে ছাত্রদের ওপর হামলা চালায়। এতে শ্রমিকদের সাথে ছাত্রদের কয়েক দফা সংঘর্ষ হয়। এ সময় বেশ কয়েকজন ছাত্রসহ শ্রমিক আহত হয়। আহতদের মধ্যে ছাত্র কামাল ও জাহিদের অবস্থা আশঙ্কাজনক। এদেরকে সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

ছাত্র-শ্রমিক ও পুলিশের এই ত্রিমুখী সংঘর্ষ শহরের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়লে বিক্ষিপ্তভাবে সংঘর্ষ হয়। সংঘর্ষ চলাকালীন পুলিশ ১৪ ছাত্রকে গ্রেফতার করে। এ সময় শহরের দোকানপাট বন্ধ হয়ে যায়। সকাল সাড়ে ১০টা থেকে প্রায় ১টা পর্যন্ত ঢাকা-খুলনা মহাসড়কে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন থাকে।

উল্লেখ্য, আসন্ন প্রাইভেট এসএসসি পরীক্ষা দেয়ার জন্য জেলায় প্রায় ৬ হাজার ছাত্র-ছাত্রী রেজিস্ট্রেশন আবেদন ফর্ম জমা দিয়েছে। প্রতি ছাত্রের নিকট থেকে রেজিস্ট্রেশন ফর্ম বাবদ ২০ টাকা ও নির্বাচনী পরীক্ষার ফি বাবদ ১শ' ৮০ টাকা জমা নেয়া হয়।